গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বিষয় ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৪৩তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান ঃ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ।
তারিখ ঃ ১৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমুহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্য বৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠকরে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলাসুহেরবর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

ক্র.নং	আলোচ্যসূচী ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	**ক) হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ, সাভার, এর সিভিল আপীল ১/১২ মামলা ঃ** এ মামলায় নিম্ন আদালতে সরকারের পক্ষে, আপীলে সরকারের বিপক্ষে ও সিআর-এ একই রায় বহাল থাকে। মামলাটি নিম্ন আদালতে প্রেরণের আদেশ হয়েছে। প্রতি পক্ষ আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছে। যার নং সি আর পি ১৬/২০১৫। মামলাটি গত ২৮/০২/১৬ খ্রিঃ শুনানী হয় এবং পুনঃশুনানীর জন্য ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হয়। মামলাটি সিনিয়র সহকারী জজ সাভার আদালতে ৬০/১৯৯১ হিসেবে চলমান আছে। পরবর্তী যুক্তিতর্কের তারিখ ২২/৮/২০১৭খ্রিঃ। **খ) সিভিল রিভিশন ৩১৪/০৫ ঃ** হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ সাভার এর ৩.৫১একর জমির মালিকানা নিয়ে এম.এ.সাত্তার ভূঁইয়ার সাথে মামলা। মামলাটি হাইকোর্টের এনেক্স ২৮ নং কোর্টের কজলিষ্ট এসেছে। শুনানির অপেক্ষায় আছে। **গ) দুদক এর ১১/০৮ মামলা ঃ** সিডি না পাওয়ায় স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাচ্ছে না। পরবর্তী তারিখ ৩০/৮/২০১৭খ্রিঃ। **ঘ) দেঃ মোঃ ১৭৩/০৯ঃ** মামলাটিতে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	ক) সকল ডকুমেন্ট আদালতে উপস্থাপন করে দেঃ মোঃ ৬০/১৯৯১ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। খ) এটোর্নী জেনারেলের সাথে দেখা করে সিআর ৩১৪/০৫ মামলাটি শুনানীর ব্যস্থা করতে হবে। জমির পূর্ব মালিকদেও বাড়ি পরিত্যক্ত হওয়ার গেজেটের কপিসহ সকল ডকুমেন্ট আদালতের নাথতে শামিলের ব্যবস্থা করতে হবে। গ) পিপির সাথে যোগাযোগ করে ১১/০৮ মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) জিপি'র সাথে যোগাযোগ করে অন্য মামলাগুলির দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।	উপ-পরিচালক হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা ও আইন অধিশাখা ডিএই।
২।	**ক) হর্টিকালচার সেন্টার রাজালাখ, সাভার,এর মামলা দেঃ মোঃ ১০৯৫/১২ ঃ** মামলাটি ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধিন আছে। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এজিপিকে দেওয়া হয়েছে। জবাব আদালতে দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৮/১৭ খ্রিঃ ইস্যু গঠন। হর্টিকালচার সেন্টারের গেট নির্মান ও ১৩২০ ফুট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানের কাজ বাকী রয়েছে।	ক) এজিপির সাথে যোগাযোগ করে ১০৯৫/১২ মামলাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) হর্টিকালচার উইং এর বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় পুকুর পাড়ে দেওয়াল ও গেট নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার। পিডি, বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প।
৩।	**ক) বগুড়া সদর কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত সিভিল আপীল মামলা ৮৮/১১ ও ৮৯/১১ ঃ** বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩ টি দাগে ০.৬২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ১৯৬১ সালে গেজেট প্রকাশিত হয়। এর	ক) নতুন দায়েরকৃত ২টি মামলা সিপিএলএ নং ৩৫৪/২০১৭এবং সিভিল রুল নং ৭০(কন)/১৭ মামলার খোঁজ রাখতে হবে।	উপ-পরিচালক, বগুড়া,

	মধ্যে ১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। ক্রয় সূত্রে মালিকানা দাবীতে ডিএইকে বিবাদী করে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের করেন। অপর ০২টি দাগে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে জনৈক ব্যক্তিবর্গ মোকদ্দমা করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। উক্ত সিভিল আপীল মামলায় গত ০৭/২/২০১৭খ্রিঃ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ১২১০ নং দাগের ০৫ শতকের জন্য ১৮৫/১৪ এবং ১২১৬ নং দাগের ৭.৮৭৫ শতকের জন্য ১৮৪/১৪ মামলা করা হয়েছে। ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত বগুড়ায় চলমান ১৮৪/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৫/১০/১৭ ও ১৮৫/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৯/৯/১৭ এসডি'র জন্য আছে। দেঃ মোঃ ২৮/২০১০ এর রায় সরকারের বিপক্ষে হয়েছে। এফএ মামলা দায়ের হয়েছে, নং এফএ ১৮১/২০১৬ । দেলোয়ার হোসেন নামে জনৈক ব্যক্তি জমির মালিকানা দাবী করে বাটোয়ারা মামলা ৮৩/২০১৫ দায়ের করেছে। সরকার পক্ষে জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৪/০৮/১৭ খ্রিঃ তদবির। খ) **বগুড়া টুইন গোডাউনের মামলা ঃ** বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় দেঃ মোঃ ৪০৬/১২ দায়ের করা হয়েছে। মামলায় জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২২/১১/১৭ এসডি'র জন্য । গ) **শিবগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত দেঃ মোঃ ১৬৭/০৮ ঃ শিবগঞ্জ** উপজেলার বীজাগার/এসএএও কোয়ার্টার এর জমি দানকারী ০৮ শতক জমি দাবী করে ১৬৭/০৮ মামলা দায়ের করেন। সরকার পক্ষে রায় হয়। বাদী জজকোর্টে আপীল দায়ের করে। আপীল নং ১৫২/১৪। আপীল মামলার পরবর্তী তারিখ ২৩/০৮/১৭ খারিজের আবেদন শুনানীর জন্য।	খ) ১৫২/১৪ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। গ) এফএ ১৮১/১৬ মামলার খোঁজ রাখতে হবে। ঘ) সকল মামলা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঙ) টুইন গোডাউনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক খাদ্য বিভাগের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। চ) অন্য সকল মামলা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার বনানী, বগুড়া ও আইন অধিশাখা ডিএই।
৪।	**হর্টিকালচার সেন্টার বগুড়ার মামলা নং ৬৬/৯৯ ঃ** উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার বগুড়া জানান যে, কৃষি মন্ত্রালয়ের পক্ষে আপীল মামলা দায়ের করায় ৬৬/৯৯ মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। খারিজের বিরুদ্ধে এফএ ২৫৫/১৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এফএ মামলার নোটিশ জারি হয়েছে।	এফএ মামলা ২৫৫/১৫ কজলিষ্টে আসলে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। এলএ কেইচসহ সকল ডকুমেন্টস আদালতে উপস্থাপন করতে হবে।	
৫।	**হর্টিকালচার সেন্টার মৌচাক, গাজীপুর এর মামলা সংক্রান্ত ঃ** ক) রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/১৪ ঃ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার হর্টিকালচার সেন্টার মৌচাক এর ২৭.০১৬ একর জমির নামজারির পর জনৈক ব্যক্তি ২৭৬৬/১৪ নং রীট পিটিশন দায়ের করেন। রীট পিটিশন পূর্বের অবস্থায় আছে। খ) রানা আওয়ান ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত গাজীপুরে দেঃ মোঃ ২৩৭/১৪ দায়ের করেছেন। মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী আতিরিক্ত জিপি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৬/০৭/১৭ খ্রিঃ বনশিল্পের ব্যাখ্যা দাখিলের জন্য। মামলায় বন শিল্প অধিদপ্তর পক্ষভূক্ত হয়েছে।	ক) রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/১৪ মামলার ডিএজির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। কজলিষ্টে আসে কিনা তার খোঁজ রাখতে হবে। খ) আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রেখে ২৩৭/১৪ মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। অনুপস্থিত থাকায় কারন দর্শানোর সিদ্ধানত গৃহিত হলো।	উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার মৌচাক, গাজীপুর ও আইন অধিশাখা ডিএই।
৬।	**গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত মামলাঃ** গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ৩.০০ একর জমি ২৩/৭৭-৭৮ এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। যার ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মামলার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে হর্টিকালচার সেন্টারের ১.০১ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারি করে নিয়েছেন। বন বিভাগের ফরেষ্টার উক্ত জমিসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারি ও জমাখারিজ বাতিলের জন্য এসি ল্যান্ড, গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মিস কেস দায়ের করেছেন। হর্টিকালচার সেন্টার পক্ষভূক্ত হয়েছে। শুনানী শেষ, মামলাটি খারিজ করা হয়েছে। বন বিভাগ উক্ত জমির স্বত্ব ঘোষণার জন্য দেঃ মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করেছে। হর্টিকালচার সেন্টার পক্ষভূক্ত হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৭/৩/১৭। এডিসি (রাজস্ব) এর আদালতে ১১৯/১৫ নং নতুন	ক) মিস কেইস ১০৩/১৩ মামলার আদেশের কপি সংগ্রহ করতে হবে। খ) ২২১/১৪ মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। গ) নতুন মামলা ১১৯/১৫ ও ৭৫/২০১৫ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) এখন থেকে পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের মামলাসমূহ নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক পরিচালনা করবেন। *অনুপস্থিত থাকায় কারন দর্শানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টার

	১টি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাটিতে ডিএই পক্ষভূক্ত হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায় নাই। হাফিজ উল্লাহ মিস কেস ৭৫/১৫ দায়ের করেছেন যার পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায় নাই ।		
৭।	**যাত্রাবাড়ি প্লান্ট প্রোটেকশন গোডাউনের জমি সংক্রান্ত মামলা ১৮৮/১১ ঃ** এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমি অধিগ্রহণের পর হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই এর পিপি গোডাউন/বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো । মামলা পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১১/১০/১৭ (এসডি)। সিটি জরীপ সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে দায়েরকৃত মামলা ৫৯১/১৩ এর পরবর্তী তারিখ ২০/০৯/১৭খ্রিঃ আবেদনের শুনানী। মালিকানার দাবীতে খোরশেদ আলম ৪৬৬/১৩ নং মামলা দায়ের করেছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/১৭খ্রিঃ এসডি। মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড পুনঃলিখন করা হয়েছে। এসি ল্যান্ড অফিসে ৭টি বোনাফাইড মিসটেক মামলার মধ্যে ৬টি মামলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পুনরায় এসি ল্যান্ড এর নিকট ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। একটিতে আদেশ হয়েছে। উচ্চ আদালতের মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।	ক) মামলা সমূহের ফলো আপ করতে হবে। খ) এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর নথি তল্লাশি অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিতে হবে।	এমএও, তেঁজগা, ও ডিডি ঢাকা ।
৮।	**ধোলাইপাড় হাই স্কুলের সাথে ধোলাইপার বীজাগারের জমি নিয়ে মামলা টিএস ২২৭/১০ ঃ** ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি ০৮ শতক। জমির পার্শ্বে অবস্থিত ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে ২২৭/১০ মামলা দায়ের করে এবং পরে তা প্রত্যাহার করে। পরবর্তীতে ১৩৪৭/১২ মামলা দায়ের করে। এই মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত হয়েছে। এই মামলাটি আদালত পরিবর্তন হয়ে ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজে আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। নতুন নং ১০১/১৬। পরবর্তী তারিখ ১০/০৯/২০১৭ খ্রিঃ ৩০ ধারার জন্য। সিটি জরীপে বীজাগারের জমি অন্য দাগে রেকর্ড হওয়ায় সরকার পক্ষে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমামলার পরবর্তী তারিখ ১৪/০৯/১৭ খ্রিঃ এসডি। মেট্রপলিটন কৃষি অফিসার জানান ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি দখলে রাখার জন্য বীজাগারটি সংস্কারের কাজ চলছে।	ক) মামলা নং নং ১০১/১৬ এবং ৮৪৩/১১ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বীজাগারের কক্ষ উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) রেকর্ড তল্লাশির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	এমএও, তেঁজগা, ঢাকা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, ঢাকা।
৯।	**ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি, মামলা নং ৩৪২/১৪ ঃ** দেইল্লা মৌজার ২৫ শতক এবং কায়েতপাড়া মৌজার ২০ শতক জমির সীমানা নির্ধারণ এবং কিছু অংশে গাছ লাগানো হয়েছে বলে এমএও জানান। জমির তথ্য সংগ্রহ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান। জনৈক সুমাইয়া রওশন আক্তার বাদী হয়ে ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় দেইল্লা মৌজার জমি নিয়ে ৩৪২/১৪ নং রেকর্ড সংশোধন মামলা দায়ের করেছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৯/০৯/১৭ ইস্যু গঠন এর জন্য। দেইল্লা মৌজার জমির সামনের দিকে ব্যক্তি মালিকানা জমি। তাই সামনের কিছু জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । জমিতে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে এবং রোপনকৃত গাছ নষ্ট করে ফেলছে। সুমাইয়া রওশন আক্তার বাদী হয়ে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন। রীট পিটিশন মামলাটি খারিজ হয়েছে।	ক) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) রোপনকৃত গাছের পরিচর্যা করতে হবে এবং মরা গাছ প্রতিস্থাপন করতে হবে। গ) ৩৪২/১৪ নং মামলাটি যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঘ) কায়েতপাড়া মৌজার জমির সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রাক্কলন প্রেরণ করতে হবে। ঙ) আগামী সভার পূর্বেই ভূমি অধিগ্রহণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব অর্থের চাহিদাসহ অত্রদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	এমএও, তেঁজগা, ঢাকা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, ঢাকা।
১০।	**মুন্সীগঞ্জের জমি নিয়ে দেঃ মোঃ ২২/০৭ ঃ** মুন্সীগঞ্জ শহরের বীজাগারের ০৮ শতক জমি নিয়ে মুন্সীগঞ্জ বার সমিতির সাথে মামলাটি ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা। মামলার নতুন নং ৬০৮/১৪ যা ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় বিচারাধীন ছিল। গত ০৮/০৫/২১১৬খ্রিঃ তারিখে মামলাটি সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে বাদী পক্ষ দেঃ আঃ মোকদ্দমা নং ৮৪/২০১৬ দায়ের করেছে যা বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলাজজ আদালতে বিচারাধীন আছে। মিস আপীল নং ০২/২০১৭ মামলায় দেঃ আঃ মোঃ ৮৪/২০১৬ ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে।	ক) দেঃ আঃ মোঃ ৮৪/২০১৬ মামলাটি জেলাজজ আদালত ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।	ইউএও, সদর, মুন্সীগঞ্জ।
১১।	**আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার সংক্রান্তঃ** ফলবিথির মাতৃবাগানের জমির সিটি জরিপ কার নামে হয়েছে সে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।	ক) ফলবিথির মাতৃবাগানের জমি কার নামে সিটি জরিপ রেকর্ড হয়েছে তা খুঁজে বের করে জানাতে	উদ্যানতত্ত্ববিদ আসাদগেট

		হবে। এসি (ল্যান্ড) অফিসে নামজারির ব্যবস্থা করতে হবে।	হর্টিকালচার সেন্টার, ঢাকা
১২।	**মোহাম্মদপুর মেট্রপলিটন কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত মামলা ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রঃ কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি সিটি জরিপে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হওয়ায় সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রির জন্য ৬২৪/১২ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাটি ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর হয়েছে। নতুন নম্বর ৩৭৯/১৬ । মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/১৭খ্রিঃ সাক্ষীর জেরার জন্য। বিবাদী পক্ষে দায়ের করা উচ্ছেদ মামলা ১৫২/০৯ খারিজ হয়েছে। সরকার পক্ষে নামজারির জন্য মিস কেস ১৫৬/১৩ কোর্টের আদেশে স্থগিত হওয়ায় বিবাদী পক্ষ দেঃ মোঃ ৮৭৮/১৩ মামলা করে। ১৫৬/১৩ মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে। দেঃ মোঃ ৮৭৮/১৩ এর পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/১৭খ্রিঃ সাক্ষির জন্য।	ক) জিপির সাথে যোগাযোগ রেখে মামলাসমূহ পরিচালনা করতে হবে। সকর তথ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে।	এমএও মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৩।	**ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা এর পাট সম্প্রসারণ এর জমি সংক্রান্ত ঃ** গাইবান্ধা জেলার পাট সম্প্রসারণের ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৩.২৯ একর জমি ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে । রেকর্ড হওয়া ০.৯২ একর জমিতে ব্যক্তির নামে নামজারি রয়েছে। এবিষয়ে এসি ল্যান্ড অফিসে ১০টি মিস কেস দায়ের করা হয়েছে। এখনো শুনানী হয় নাই।	ক) এসিল্যান্ড অফিসে চলমান মিস কেস দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। খ) নামজারি হওয়া জমির সীমানা নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ) ৩১ ধারায় জেড এসও এর নিকট দায়ের করা আপীল মামলাসমূহ দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) নিকটবর্তী হর্টিকালচার সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করে নামজারি হওয়া জমিতে ফলদ বৃক্ষের প্রদর্শনী স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঙ) যে সকল জমি ডিএই'র নামে হাল রেকর্ড হয় নাই সে সকল জমির বিস্তারিত তথ্য জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ও উপ-পরিচালক, গাইবান্ধা, ডিএই।
১৪।	**বাঘমারা, ময়মনসিংহ, ডিএই এর মূল্যবান জমি সংক্রান্ত ঃ** ময়মনহিং শহরের টাউন মৌজার সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। ০.৫২ একর জমির মধ্যে ০.৩৫ একর জমি ব্যক্তির নামে এবং ০.১৭ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৯২ একর জমির বিএস রেকর্ড ডিএই এর নামে হয়েছে। সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে ৩৬/১৪ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী তারিখ ০৬/০৯/১৭খ্রিঃ সাক্ষি। রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ২৮৫/১৬ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৫/৭/১৮ সমন জারির জন্য। রেকর্ড অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।	ক) মামলাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে এলএ কেইচের নথি খুঁজে বের করতে হবে।	উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ
১৫।	**ডিএই, দাউদকান্দি কুমিল্লা এর জমি সংক্রান্ত ঃ** কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ৩০শতক জমি আছে। এর মধ্যে ২৫ শতক জমি উদ্ধারের জন্য সিআর ৪১০০/০৫ মামলা হয়েছে। রায়ের কপি পাওয়া গেছে। বাদীপক্ষ সিপিএলএ ১৭৮০/১৫ দায়ের করেছেন। সরকার পক্ষে মামলার রায় হয়েছে। ডিসি'র মাধ্যমে ৫ শতক জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য ৪০/২০১৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে। সাইবোর্ড লাগানো হয়েছে। গৌরীপুর বীজাগারের ৬ শতাংশ জমির মধ্যে ৪.১৫ শতাংশ ডিএই'র নামে এবং অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকায় দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে নতুন একটি মামলা দেঃ মোঃ ১৫০/১৫ দায়ের হয়েছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১১/০৯/১৭ খ্রিঃ। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাদী হয়ে দেঃ মোঃ ১৩৮/১০ দায়ের করে। পরবর্তী তারিখ ১১/৯/১৭খ্রিঃ। জমির পরিমান ১০ শতক। এলএ কেইসের নথি আছে এবং জমি সরকারের দখলে আছে।	ক) জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দ্রুত অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। গ) গৌরীপুর বীজাগারের জমির ৩১ ধারা রায়ের নকল উঠাতে হবে। রায়ের বিরুদ্ধে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে মামলা করতে হবে। দখল বজায় রাখতে নিষেধাজ্ঞার মামলা করতে হবে। ঘ) সিপিএলএ ১৭৮০/১৫ মামলার আদেশের কপি উত্তোলন করে দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। ঙ) ১৩৮/১০ মামলার বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে।	ইউএও, দাউদকান্দী, কুমিল্লা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা।
১৬।	**জীবন নগর চুয়াডাঙ্গা, ডিএই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সরকার পক্ষে সহকারী	ক) মামলাটি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) পাট সম্প্রসারণের মিউটেশনকৃত জমির	ইউএও জীবন নগর,

	জেলা জজ আদালতে বন্টননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৩/০৯/১৭ খ্রিঃ এস আর। জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এলএ কেইচ এর গেজেট এবং দখল হস্তান্তর পত্র আছে।	দখলদার উচ্ছেদের জন্য উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে হবে।	চুয়াডাঙ্গা।
১৭।	**এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর জমি সংক্রান্ত ঃ** এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীর ৫১.১৯ একর জমির হাল রেকর্ড জেলা প্রশাসকের নামে হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ৫১.৭৮ একর জমির দখল এটিআই এর আছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সেটেলমেন্ট অফিসে পত্র দেওয়া হয়েছে। সেটেলমেন্ট অফিসে ২৩১/১৫ এবং ২৩২/১৫ দুইটি মিসকেস দায়ের করা হয়েছে। মামলা দুইটির ২৬/১/১৬ তারিখ শুনানী হয়েছে। ৫১.২১ একর জমি এটিআই এর নামে প্রদান করে রায় হয়েছে। পৌরসভার নামে ০.৫০একর জমির লীজ বাতিল করে এটিআইকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ ভূমি মন্ত্রনালয়ে পাঠাতে হবে। জনৈক মাজহারুল হক খান গং ২.৩৮একর জমি দাবী করে টিএস ৯৩/২০১৪ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করেছে। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৯/৮/১৭খ্রিঃ।	ক) এটিআই এর অনুকূলে ৫০ শতক জমির লীজ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) আদালতে খোঁজ নিয়ে ৯৩/২০১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ জানাতে হবে। গ) ৫১.২১ একর জমি নামজারীর ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
১৮।	**নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত ঃ** বেগমগঞ্জ উজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জমি ১ নং খতিয়ান হতে শুন্য খতিয়ানে দেওয়া হয়েছে। তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করেছে। মামলায় ডিসি'কে বিবাদী করা হয়েছে, কৃষি বিভাগকে বিবাদী করা হয় নাই। দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ ৯১/২০১৫ দায়ের করেছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/২০১৭ এডিআর। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে রেকর্ড সংশোধনের ৬২৪/১৫ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৩/০৮/২০১৭ খ্রিঃ কাগজপত্র দাখিলের জন্য।	ক) নতুন ২টি মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও উপ-পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী।
১৯।	**উপ-পরিচালকের কার্যালয় খুলনা এর জমি সংক্রান্ত ঃ** খুলনা জেলার উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জমি মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত। জমির কাগজপত্রের মধ্যে শুধু সিএস ও আর এস পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রয়োজন। ৩১ ধারায় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর নামে রেকর্ড বাতিল করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নামে রেকর্ড র্ভূক্তির জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করা হয়েছে।	ক) মহাপরিচালক ডিএই'র পক্ষ থেকে মহাপরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে।	লিগ্যাল এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস ডিএই।
২০।	**উপ-পরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমি নিয়ে সিআর ৩২১৪/০৮ মামলায় সরকার বিপক্ষে রায় ঘেষিত হয়। বেসরকারী উকিল নিয়োগ করে সিপিএলএ ১৩৬৮/১৪ দায়ের করা হয়েছে। শুনানী হয়েছে। লীভ গ্রান্ড হয়েছে। সরকার পক্ষে নতুন দেঃ মোঃ ১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলার শুনানী হয়েছে ২৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ আদেশের জন্য আছে।	ক) সিপিএলএ ১৩৬৮/১৪ মামলায় লীভ গ্রান্ড হয়েছে। এ বিষয়ে নিয়োগকৃত এওআর এর সংগে যোগাযোগ করে সিভিল আপীল নম্বর সংগ্রহ করতে হবে। খ) দেঃ মোঃ ১১/১৫ এর বাদী পরিবর্তন করে জেলা প্রশাসককে বাদী করতে হবে।	ইউএও, সদর, ফরিদপুর ও উপপরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর
২১।	**উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, লক্ষীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** লক্ষীপুর সদর উপজেলার বাঞ্চানগর, এসএএও কোয়ার্টারেরর এক অংশ ব্যবসায়ী সমিতিরি দখল মুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুরের সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়েছে। দখলের বিষয়ে থানায় ও আদালতে মামলা করা হয়েছে। টিএস মামলা নং ৯৪/১৩। শুনানীর তারিখ ২০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ। ফৌজদারী মামলা নং -১২৫/২০১৩ এর সরকার বিপক্ষে রায় হয়। ফৌঃ আঃ মোঃ ৮/২০১৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার রায় হয়েছে, আপীল নামঞ্জুর। ৪২/এ ধারায় জেডএসও বরাবর আবেদন করা হয়েছে।	ক) টিএস মামলা নং ৯৪/২০১৩ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। খ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় বেদখলকৃত কক্ষ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।	ইউএও, সদর লক্ষীপুর ও উপ-পরিচালক, ডিএই, লক্ষীপুর
২২।	**কমলনগর লক্ষীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অযোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। দেঃ মোঃ নং-৮/১৪ দায়ের হয়েছে । পরবর্তী তারিখ ১৭/০৮/১৭খ্রিঃ। ০১/০১/১৯৬৩খ্রিঃ তরিখে ০৯ শতক জমি দলিলমূলে পাওয়া গেছে। দাগ নং ১২০১৫ এর স্থলে ১২০১৬ লেখা হয়েছে। সলেনামার মাধ্যমে দাগ নম্বর সংশোধন করা হবে।	ক) কমল নগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার জমির সরকারী স্বার্থ বজায় রেখ সলেনামা করতে হবে। খ) বীজাগার সংস্কারের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, কমলনগর লক্ষীপুর ও উপপরিচালক, লক্ষীপুর

২৩।	**হর্টিকালচার সেন্টার, টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি এর জমি ঃ** টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি, হর্টিকালচার সেন্টারের ৪.৭৯ একর জমির স্থলে দখলে আছে ৫.১৩ একর। ১.২০ একর অন্য দাগের জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও পাশ্ববর্তী কলেজের সংগে জমির বিরোধ নিস্পত্তি প্রয়োজন বলে জানা যায়। রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৩১ ধারায় করা মামলার রায়ে ১.২০ একর এর মধ্যে ০.২৫ একর ডিএই এর নামে হয়েছে। ঘোষিত রায় তুলতে হবে। জমির বিরোধ নিস্পাত্তি হয়নি। তাই অবকাঠামো উন্নয়ন বন্ধ আছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান কলেজের সংঙ্গে বিরোধ নিস্পত্তির চেষ্টা চলছে।	ক) ডিএই'র নামে রেকর্ড হওয়া ০.২৫ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে হবে। অবশিষ্ট জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য জিপির সাথে আলোচনা করে মামলা দায়ের করতে হবে। খ) ৩১ ধারার রায়ের বিরুদ্ধে জেডএসও এর নিকট আপীল করতে হবে। *অনুপস্থিত থাকায় কারন দর্শানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	ওভারশীয়ার হর্টিকালচার সেন্টার ধনবাড়ী, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাংগাইল
২৪।	**উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল এর জমিঃ** বাসাইল উপজেলার পাটাখাগুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ এর পরবর্তী তারিখ ২৩/০৩/১৭ খ্রিঃ। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ মামলা করা হয়েছে। গত ২৩/০৪/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। মামলা নং ১৭২/১২। পরবর্তী তারিখ ২৩/০৪/২০১৭ । ৭ টি উপজেলার এলএকেসের নম্বর সংগ্রহ হয়েছে। মধুপুর, সখিপুর, গোপালপুর ও ধনবাড়ি সীডষ্টোরের জমি বেদখল হওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়। মধুপুর উপজেলার নামজারীকৃত ৩৩ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বেদখল হয়েছে।রেকর্ডপত্র ও নামজারীর কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মধুপুর উপজেলার জমির রেকর্ড সংশোধনি মামলার ২৩/৫/১৫ তারিখের রায়ের কপি পাওয়া গেছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি দখলে রাখার জন্য এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্টাং বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে ও অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে ও ফলোআপ করতে হবে। গ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় জমির রেকর্ড সংশোধন ও নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্ট বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য বছর ব্যপি ফল উৎপাদন প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ঘ) সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। *অনুপস্থিত থাকায় কারন দর্শানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	ইউএও, বাসাইল, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল।
২৫।	**গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** কালিয়াকৈর উপজেলার ৩১ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা করা হয়েছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য। ৫ শতাংশ ভূমি বেদখলে আছে । সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। ২য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৩/১১/২০১৭খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, কালিয়াকৈর গাজীপুর
২৬।	**গাজীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভূক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তার ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গায় সীডষ্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এ সকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। সিএস ও আর এস পরচা সংগ্রহ হয়েছে। সালনা ও গাছার কাগজপত্র অনুসন্ধান চলছে। সরকার পক্ষে দেঃ মোঃ নং ২৪৭/১৫ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২০/০৯/১৭ জবাব দাখিলের জন্য।	ক) চান্দনা ও গাছা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/ বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে ইউএও নিজে যাবেন। খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমিরদখল উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। ডিডি গাজীপুর ব্যবস্থ নিবেন। গ) রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিতে হবে, এসি ল্যন্ড অফিসে যেতে হবে। দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, গাজীপুর, ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
২৭।	কাপাসিয়া, গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ ক)চাঁদপুর ইউনিয়নের জমিঃ এসএএও কোয়র্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পরবর্তী তারিখ ২১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ, সাক্ষীর জন্য। চেয়ারম্যান আপাদত কাজ বন্ধ রেখেছেন। খ) কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমিঃ এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে। মামলাটি আদালত পরিবর্তন হয়ে ৩য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মামলার তারিখ এখনও পাওয়া যায়নাই।	ক) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জরুরী ভিত্তিতে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে । গ) আদালতে খোঁজ নিয়ে ৩৮৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ জানাতে হবে। *অনুপস্থিত থাকায় কারন দর্শানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	ইউএও, কাপাসিয়া, গাজীপুর

২৮।	**চট্টগ্রাম জেলার জমি সংক্রান্তঃ** চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ উপজেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমির এসএ এবং বিএস রেকর্ড ডিএইর নামে আছে। কিন্তু জমি বেদখলে আছে। কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। জামিল উদ্দিন গং নামে ৬.৫৪ একর জমির নামজারী হয়েছে যা বাতিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকার পক্ষে স্বত্ব ঘোষণার জন্য ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ ৮৪/২০১৫ দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৫/১০/১৭ সমন জারির জন্য।	ক) ৮৪/২০১৫ মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জামিল উদ্দিন গং এর নামে কিসের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার বিস্তরিত তথ্য জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম
২৯।	**বাঁশখালী, চট্টগ্রাম এর জমি ঃ** উঃ জলদি মৌজার ইউনিয়ন বীজাগারের ১২ শতক জমির বিষয়ে যুগ্ম জেলা জজ সাতকানিয়ায় দায়েরকৃত মামলা নং ২২৪/১৩ এর নতুন নং ০৪/২০১৫। মামলাটি সাতকানিয়া আদালত হতে বাশঁখালী যুগ্ম জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর হয়েছে। ১২ শতক এর মধ্যে ৫.৫ শতক দখল আছে। বেসরকারী আইনজীবী এ্যাডভার্স পজেশনের মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছেন। বাকীটা উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। মামলাটি পুনরায় জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মামলা নং ৭৩/১৫। ১৭/৮/১৬ খ্রিঃ সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। সরকার পক্ষে সি আর ১৫৩/১৬ মামলা দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৪/৯/২০১৭।	ক) জমির রেকর্ড অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে হবে। খ) মামলা নং ৭৩/১৫ এর রায়ের কপি উঠাতে হবে। গ) ১৫৩/১৬ মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) এ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।	ইউএও, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৩০।	**রাউজান, চট্টগ্রাম এর জমি ঃ** রাউজান এ পিপি উইং এর ৩০ শতক জায়গা এলএ কেইচ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেইচ নং ৬১/৬৬-৬৭। জমির বিএস রেকর্ড অন্যের নামে হয়েছে। জমি ডিএই'র দখলে আছে। এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় সরকার পক্ষে রায় হয়। রায়ের বিরুদ্ধে বাদী এফএ ২১৫/১২ দায়ের করেন। মামলার দফাওয়ারী জবাব দাখিল করা হয়েছে।	ক) এফএ ২১৫/১২ মামলার খোঁজ খবর রাখতে হবে। খ) মামলা কজলিষ্টে আসলে যথাযথভাবে শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। গ) ৩১/২০০৪ সত্ত্বের মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে হবে।	ইউএও, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৩১।	**এটিআই, শেরপুর এর জমিঃ** এটিআই এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। এর মধ্যে ২৮.৫১ একর এর গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয় নাই। গেজেট প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। ৭৩.৫ শতক জমি নিয়ে ২টি মামলা চলমান। ১৭ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৪১১/১২ মামলাটি সীফ্‌ট হয়েছে। ৯/৩/১৬ তারিখ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ৫৬.৫ শতক জমি নিয়ে জেলা জজ আদালতে ৩০৪/০৭ নং বাটোয়ারা মামলা চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/১৭খ্রিঃ।	ক) মামলার যাথাযথ তদারকি করতে হবে। খ) ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-সচিব আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে। গ) দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) সার্ভেয়ার দিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
৩২।	**চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর জমিঃ** পাট সম্প্রসাণের ১৬ শতক জমি নিয়ে সহকারী জজ আদালতে টিএস-২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৮/১৭খ্রিঃ সাক্ষির জন্য। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৫/১১/১৭.খ্রিঃ এসডি। দেঃ মোঃ ৯৮/১৫ দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৮/০১/১৮ খ্রিঃ এডিআর।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, সদর, চুয়াডাঙ্গা।
৩৩।	**অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি এর জমি ঃ** অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি, জানান যে, ডিএই রাঙ্গামাটির মোট জমির পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ২.৯২ একর জায়গা বেদখলে আছে, যেখানে অবৈধ স্থাপনা আছে। এখানে ৫ টি মামলা চলমান আছে। জমির নামজারি করার জন্য এসিল্যান্ড বরাবর আবেদন করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার হর্টিকালচার সেন্টার সমুহ এবং জেলা ও উপজেলার মোট ১৫.১৯একর জমি বেদখলে আছে। জেলাজজ আদালত রাঙ্গামাটি এর দেঃ আঃ মামলা নং ১৭/২০১২ এর রায়ের বিরুদ্ধে টেন্ডার নং ৮৭৯ দায়ের হয়েছে। কিন্তু উক্ত জমি বাদী দখল এবং ভবন নির্মানের চেষ্টা চালাচ্ছে। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের ১৫ শতক জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ১০৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/১০/১৭। একই সেন্টারের ২.৫ একর জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ৭৩/২০১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৪/১১/১৭ খ্রিঃ আপত্তি শুনানী। এডি অফিসের জমির উচ্ছেদ মামলা ১৯৫/১৩ এর রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। বাদী সিভিল আপীল নং ৩৮/২০১৭ দয়ের	ক) হর্টিকালচার সেন্টার বনরূপা এর জমিতে অবৈধ দখল ঠেকাতে উদ্যানতত্ত্ববিদ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবেন। অতিরিক্ত পরিচালক রাঙ্গামাটি এবিষয়ে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। খ) সিভিল আপীল মামলা নং ৩৮/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। গ) বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) ১৭/২০১২ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে টেন্ডার নং ৮৭৯ এর পরবর্তী সিভিল রিভিশন নং জানাতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি,

	করেছে। পরবর্তী তারিখ ০৬/১১/১৭। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল স্যুট মামলা নং ১৪৩/২০০৮ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/০৮/১৭ খ্রিঃ যুক্তিতর্ক। বালাঘাটা বান্দরবান এর মামলা নং ১৫৫/১২ এর পরবর্তী তারিখ ২৪/৮/১৭ খ্রিঃ।		
৩৪।	**হর্টিকলচার সেন্টার, নোয়াখালী এর জমিঃ** ১৯৬৯ সনে কোলানাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং এল এ নথি ১২/৯২-৯৩ ও ২৭/৯৭-৯৮ মূলে যথাক্রমে ৩.২৬ একর ও ১.৯১ একর সাকুল্যে ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮.৪৬ একর হাল রেকর্ড হয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে। তবে দখলে ডিএই রয়েছে। ৩১ ধারা রায়ের বিরুদ্ধে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং ডিএই'র তথ্যে সামঞ্জস্য নাই বলে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ডিডি নোয়াখালীকে পত্র দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজন দেঃ মোঃ নং ১৭৮/১৫ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৩/১৭খ্রিঃ।	ক) জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আইন অধিশাখার সহযোগিতা নিতে হবে। গ) মামলার জবাব দাখিল করতে হবে।	উপ-পরিচালক, নোয়াখালী এবং নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী।
৩৫।	**কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমিঃ** কটিয়াদি উপজেলার বীজাগার বিষয়ে আলোচনা হয়। মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। এফএ ১৩৬/০৮ মামলার ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রনালয়ের ১৪/১০/১৪ তারিখের ৫৮৬ নং পত্রটির বিষয়ে মতামতের জন্য ফাইল সলিসিটর উইং থেকে এটোর্নী জেনারেল এর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএজি জানিয়েছেন এফএ ১৩৬/০৮ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত নাথাকায় রিভিউ দায়েরের কোন সুযোগ নাই, বাটোয়ারা মামলা করতে হবে। ১০টি বীজাগার , ৮টি পাট সম্প্রসারণের জমি মধ্যে ৭টি ডিএই'র নামে হয়েছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য লান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনালে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৩ টি মামলার পরবর্তী তারিখ ০২/১০/১৭খ্রিঃ, ১টির ১১/০৯/১৭খ্রিঃ এবং ৭টির ০৪/০২/১৮খ্রিঃ। বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বীজাগারের জমির উদ্ধারের জন্য উচ্ছেদ মামলা ২৯/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৪/১০/২০১৭ এস আর।	ক) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মামলাসূহ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জমির রেকর্ড খুঁজে বের করতে হবে। গ) উচ্ছেদ মামলা ২৯/২০১৭ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও কাটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ
৩৬।	**সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর জমিঃ** চরচান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় স্থানীয় চেয়ারম্যান বাদী হয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১৭৯৫৫/১৪ নং মামলা দায়ের করেছেন। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-১০ শতক জমি কৃষি বিভাগের উপসহকারী কোয়ার্টার আছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা প্রয়োজন। ডিএই'র নামে নামজারি করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন গং বাদী হয়ে দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৭ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ১৭/৮/১৭।	ক) ৩নং মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের জমি ডিসির নামে, তা ডিএই এর নামে রেকর্ড করতে হবে। খ) রেকর্ডপত্র খোঁজা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) জমির সীমানা প্রাচির নির্মানের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে পাঠাতে হবে। ঘ) দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৭ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও সোনাগাজী, ফেনী ও উপপরিচালক, ডিএই, ফেনী
৩৭।	**এটিআই গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশন মামলাঃ** আপীল মামলা নং ১/০৯ এর মূলনথি তলব করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ নথি তলব। বন্টননামা মামলা নং -১৬/১২ এর পরবর্তী তারিখ ২৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য। দখল উচ্ছেদের জন্য ১৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ মিস কেস ৯৬৮/২০১৩ দায়ের করা হয়।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ এটিআই, গাজীপুর
৩৮।	**হর্টিকালচার সেন্টার গুলশান, ঢাকা ঃ** সেন্টারের ২.০ এশর জমির লীজ বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিসেম্বর/১১ পর্যন্ত লিজমানি দেয়া হয়। শর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হয়। গত ১৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ উপ সচিব (আইন) রাজউক বরাবর পুনরায় পত্র দেন। ২৮/০৯/১৬ তারিখে রাজউক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, কিন্তু তদন্ত হয় নাই।	ক) লীজ নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজউক এ যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা।
৩৯।	নাটোর সদর উপজেলার ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে হাইকোর্টে দায়েরকৃত সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত নাই। মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়া দরকার। ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে জনৈক ব্যক্তি সিঃ সহঃ জজ আদালত সদর নাটোরে দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী তারিখ ১০/১০/২০১৭ খ্রিঃ এসডি।	ক) সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর

৪০।	নরসিংদি সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত মামলা- নরসিংদী সদর উপজেলার মধাবদী পৌরসভা সংলগ্ন গদাইরচর মৌজাস্থিত কৃষি বিভাগের এসএএও কোয়ার্টার কাম কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের ৭.১৫ শতাংশ জমি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জবর দখলের চেষ্টা করলে উপজেলা কৃষি অফিসার সদর নরসিংদী যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত সরসিংদী দেঃ মোঃ নং ৩১/২০১৬ দায়ের করে। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি খারিজ করে। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে এফএ মামলা নং ৫৫/২০১৬ দায়ের করা হয়েছে।	ক) এফএ মামলা নং ৫৫/২০১৬ এর খোঁজ রাখতে হবে। খ) সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মামলা পরিহার করার লক্ষ্যে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের পরিপত্র মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত অত্র দপ্তরকে জানাতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, নরসিংদী সদর এবং উপপরিচালক, নরসিংদী।
৪১।	উপজেলা কৃষি অফিস জৈন্তাপুর, সিলেটঃ	ক) চলমান মামলাসমূহের বিস্তারিত তথ্য লিখিতভাবে জানাতে হবে।	
৪২।	উপজেলা কৃষি অফিস, সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জঃ নতুন একটি দেওয়ানী মামলা ১৪৮/২০১৬ দায়ের হয়েছে।	ক) দেঃমোঃ ১৪৮/২০১৬ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	

বিঃ দ্রঃ হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের অনলাইনে খোঁজ নেওয়ার জন্য www.supremecourt.gov.bd এই ওয়েব সাইটে খোঁজ নিতে হবে।

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবুল হাসিম)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পক্ষে-মহপরিচালক
ফোনঃ ৯১৩০৯২

স্মারক নং১২.০১.০০০০.২৯.০৭.০২২.২০১২(১)/ ১২৪৬০/৭৮০ তারিখঃ ১৭/১০/২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। পরিচালক, সরেজমিন/ হর্টিকালচার/ প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ ক্রপস/সংগনিরোধ/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..... অঞ্চল (সকল)।

৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়খালী/ খাদিমনগর, সিলেট/ শেরপুর/ শিমুলতলী, গাজীপুর।

৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ গাজীপুর/ বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/ খুলনা/ ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ/ গাইবান্ধা/ কুমিল্লা/ চুয়াডাঙ্গা/ নোয়াখালী/ লক্ষ্মীপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল।

৫। প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক (লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস) , প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাক।

৭। উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, নুরবাগ, গাজীপুর/ বনানী, বগুড়া/ সোহবানবাগ. সাভার, ঢাকা।

৮। উপজেলা কৃষি অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সদর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, গাজীপুর/ জীবননগর ও সদর. চুয়াডাঙ্গা/ সদর, মুন্সীগঞ্জ/ সদর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর/ সদর, ফরিদপুর/ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ গোদাগাড়ী, রাজশাহী/পাঁচলাইশ, বাশখাঁলী, রাউজান, চট্টগ্রাম/ সোনাগাজী, ফেনী/ সদর, নাটোর/সদর, নরসিংদী/জৈন্তাপুর, সিলেট/সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

৯। উদ্যনতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার/ আসাদগেট, ঢাকা/গুলশান, ঢাকা / হর্টিকালচার সেন্টার, ধানবাড়ী, টাংগাইল ।

১০। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ি/ মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা।

১১। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী/ পোড়াবাড়ি, গাজীপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ উপ সচিব , আইন অধিশাখা)।

২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৪। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিসেস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ।

৬। উপ-পরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী শিরোনামে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৭/১০/১৭

(কবীর আহমেদ)
উপ-পরিচালক
(লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে- মহাপরিচালক
ফোনঃ ০১৭১৬৯৪০৩১১

১৭/১০/১৭